কালের কণ্ঠ

তারিখ 17 SEP 2013
পৃঃ ২০ কলাম ২

সিপিবি-বাসদের সমাবেশে হামলায় ক্ষোভ-নিন্দা

হরতাল পালিত, ছাত্রলীগের ৬৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সিলেট অফিস ▶

সমাবেশে ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) গতকাল সোমবার সিলেট নগরে আধাবেলা হরতাল পালন করেছে। হামলার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে জেলা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিরণ মাহমুদ নীপুসহ ৬৮ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছে। তবে পুলিশ ২৪ ঘণ্টায়ও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এদিকে হামলার ঘটনায় বিভিন্ন দল ও সংগঠন নিন্দা জানিয়েছে। তারা ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবি করেছে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার বিকেলে নগরের কোর্ট পয়েন্টে সিপিবি-বাসদের জনসভায় অতর্কিত হামলা চালায় ছাত্রলীগের কর্মীরা। এতে সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমসহ অন্তত ২৫ নেতা-কর্মী আহত হয়। ঘটনার পর রাতেই সিলেট জেলা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত করে কেন্দ্রীয় কমিটি। গতকাল কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ সংবাদ সম্মেলন করে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

সিলেটে হরতাল : গতকাল সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল চলাকালে সকাল থেকেই সিপিবি-বাসদের কর্মীরা নগরের বিভিন্ন স্থানে হরতালের সমর্থনে মিছিল ও পিকেটিং করে। মিছিলের ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক

হরতাল পালিত, ছাত্রলীগের ৬৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আগে জিন্দাবাজারে একটি সমাবেশও করে তারা। হরতালে শহরে রিকশা ও অটোরিকশা চললেও ভারী যানবাহন চলাচল এবং দোকানপাট ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল।

সিলেট মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (উত্তর) এজাজ আহমদ রাসেল কণ্ঠকে বলেন, হরতালে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। নগরের সবগুলো পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ছাড়াও র‍্যাবের টহল ছিল বলে তিনি জানান।

হরতাল শেষে নগরের কোর্ট পয়েন্টে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সিপিবি সিলেট জেলা শাখার সভাপতি বেদানন্দ ভট্টাচার্য।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, এ হামলার দায় সরকার এবং সরকারি দল কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে না। পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি উল্লেখ করে বক্তারা আরো বলেন, যদি সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করা না হয়, তবে ধরে নেওয়া হবে সরকার সন্ত্রাসীদের লালন করছে।

এই হামলা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী সিলেটে আসার আগেই যদি সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করা না হয়, তবে প্রধানমন্ত্রীর সফর শেষে আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়া হবে।

সমাবেশে বক্তব্য দেন, সিপিবি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সুমন, সিরাজুল খান খোকন, রফিকুল ইসলাম রানা, ছাত্র ইউনিয়ন জেলা সংসদের সভাপতি মতিউর রহমান প্রমুখ।

মামলা : সিপিবি-বাসদের সমাবেশে হামলার ঘটনায় কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহাবুদ্দিন বাদী হয়ে রবিবার রাতে ছাত্রলীগের ৬৮ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।

মহানগর পুলিশের উপকমিশনার এজাজ আহমদ জানান, মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে সিলেট জেলা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিরণ মাহমুদ নীপুকে। তিনি বলেন, মামলায় নীপুসহ ছাত্রলীগের ১৮ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় আরো ৪০-৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেই গ্রেপ্তার দাবি : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিলেট সফরের আগেই হামলাকারীদের গ্রেপ্তার দাবি করেছেন কয়েকটি বাম দল ও বামপন্থী সংগঠনের নেতারা। গতকাল বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে এ দাবি জানানো হয়। সভাপতির বক্তব্যে সিপিবির উপদেষ্টা মনজুরুল আহসান খান বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সিলেট সফরের আগে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। না হলে সিলেটবাসী শেখ হাসিনাকে প্রতিহত করবে।' আওয়ামী লীগ সাবধান না হলে তারাও মুসলিম লীগের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ বলেন, 'আওয়ামী লীগের মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়ার কারণেই সিপিবি-বাসদ নেতাদের ওপর হামলা করা হয়েছে।'

সিপিবি নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলমকে হুকুমের আসামি করার দাবি জানান। তিনি বলেন, "সিলেটে হামলার ঘটনায় সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক দাবি করেন সিপিবি-বাসদের সমাবেশে 'প্রো-বিএনপি ও উগ্র বামপন্থীদের' উসকানির কারণেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্য দিয়ে নাজমুল হামলাকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন।"

আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি সুরঞ্জিতের : হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও দপ্তরবিহীন মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। গতকাল রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে 'নৌকা সমর্থক গোষ্ঠী' নামের একটি সংগঠন আয়োজিত 'আগামী সংসদ নির্বাচন, খালেদা জিয়ার ষড়যন্ত্র ও দেশবাসীর করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ দাবি জানান।

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সুরঞ্জিত বলেন, 'এটা আওয়ামী লীগের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে শুধু সাংগঠনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিলে চলবে না। তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিতে হবে।'

বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা : গতকালও বিভিন্ন দল ও সংগঠন নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। দল ও সংগঠনগুলো হলো ১১ দল, ওয়ার্কার্স পার্টি, নাগরিক ঐক্য, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, যুব ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন, যুব মৈত্রী, প্রগতিশীল ছাত্রজোট, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদবিরোধী মঞ্চ।

এর আগে রবিবার রাত ৮টায় এক যৌথসভা শেষে সিলেট জেলা শাখা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, সাম্যবাদী দল, ন্যাপ, গণতন্ত্রী পার্টি ও গণফোরাম নেতারা হামলা নিন্দা জানিয়ে দোষীদের গ্রেপ্তার দাবি করেন।

ছাত্রলীগের দুঃখ প্রকাশ : গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলন করে সিলেটের ঘটনাটিকে অনাকাঙ্ক্ষিত উল্লেখ করে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে ছাত্রলীগ। সরকার সমর্থক সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন, 'এ ধরনের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আমরা বিস্মিত।' তিনি দাবি করে বলেন, "সিপিবি-বাসদের সমাবেশ চলাকালে পাশেই ছাত্রলীগের মিছিলের প্রস্তুতি চলছিল। এমন সময় সমাবেশ থেকে 'প্রো-বিএনপি', অতি বাম চেতনার কিছু কর্মী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ করে অকথ্য ও অরাজনৈতিক ভাষায় বক্তব্য রাখছিলেন। তখন ছাত্রলীগের অতি উৎসাহী কিছু কর্মী তাঁদের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন, যা পরে সংঘর্ষে রূপ নেয়।" সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান মোল্লা, কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আলাদুজ্জামান আলাদসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।